



তুষার আবদুল্লাহ

অনুভবের লিফট

নিজের মৃত্যুর আয়োজন মানুষ সযত্নে সাজিয়ে নেয়। উল্টে পড়ে যেতে যেতে অনুভবের এখন তাই মনে হলো। মূল ফটক থেকে লিফট গজ ত্রিশ দূরে। ফটকে পা রাখতেই দেখা গেল লিফট নিচে নেমে এসেছে। এমন নয় যে লিফটের সামনে লম্বা লাইন। দৌড়ে গিয়ে লাইনে দাঁড়াতে হবে। কিংবা লিফট উপরে উঠে গেলে নামতে সময় নেয়। দ্রুতিগতির দুটো লিফট এই ভবনে। বেশ আরাম করেই দশ-বারোজন চড়তে পারে। সুতরাং লিফট ধরতে দৌড় দেয়ার প্রয়োজন ছিলো না।



গল্প

এমন অনেক দিন হয়, কাছে গিয়ে নিচতলায় লিফট পেয়েও অনুভবের উপরে উঠতে মন চায় না। কখনো মনে হয় থাক আরেকটু পর উঠি। পাশের নিচু দেয়ালে বসে মানুষের ওঠা-নামা দেখে। কতো মানুষ আসে যায়। কেউ এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা, অনেকে অতিথি বা হকার, মিস্ত্রি। অতিথি এবং বাসিন্দাদের খুব

একটা আলাদা করতে পারে না ও। কারণ কারো সঙ্গেই আলাপ নেই। উঠতে নামতে কিছু মুখ পরিচিত হয়ে গেছে। এদের সবাই যে বাসিন্দা, নিশ্চিত করে বলা যাবে না।

বাসিন্দাদের কতোজন নিজের ফ্ল্যাটে থাকেন, আর ক'জন ভাড়াটে তাও আলাদা করে বলা অসম্ভব। মাসের শুরুতে শেষে বাসিন্দা বদল হয়। এখানে বসে অনুভব দেখে। কারো অন্দরেতো যাওয়া হয় না। কিন্তু মালামাল আনা নেয়ার সময় যেন একদম নাড়িভূঁড়িসহ দেখে নেয়া যায়। বিছানার চাদর, পর্দার রঙ, সোফা-খাট-খাবারের টেবিলের নকশাসহ প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় কতো তৈজস। গড়ে সব অন্দর একই। রুগীতে, বিত্ত দেখানোর ব্যাকুলতায়। উঠতে, নামতে যারা লিফটের সহযাত্রী তাদের দেখেও একই রকম মনে হয়। অনুভব কোন কোন দিন কোন গন্তব্য ছাড়াই লিফটে চড়ে বসে। নিচে নেমে যায়, আবার উপরে উঠে। লিফট থেকে বের হয় না। তখন ওর মানুষ দেখার নেশায় পেয়ে বসে। এই ভবনে কতো প্রবীণ মানুষ আছেন, তারা একলা চলেন। কোন দিন তাদের সঙ্গে পুত্র-কন্যাতুল্য কাউকে দেখা যায়নি। ছেলে-মেয়ে



গল্প

থাকলে তো দেখা যাবে। তারা হয়তো দ্বিতীয় স্বদেশে। কিংবা আলাদা বসত এই শহরেই। কথা যে একেবারে হয় না তেমন না। স্কুলে যাওয়া আসার সময়। খেলতে নিচে নামতে কথা হয় বাচ্চাদের সঙ্গে। পাঁচতলা থেকে একজন ওঠে কোনদিন ফুটবল, কোনদিন সাইকেল নিয়ে, কখনও স্কুলে যাওয়ার সময়ও দেখা হয় তার সঙ্গে।

নাম জিজ্ঞেস করলে বলে- আমার আপেল। অন্য আরেক দিন হয়তো বললো- মোটরসাইকেল। এখনও তার নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সঙ্গে মা কিংবা বাবা থাকেন, তারাও নিজে থেকে বাচ্চার নাম বলেননি কোন দিন। বলবেন কি একবারও অনুভবের চোখ রাখেন না। আরেকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। যখন তিনি স্কুল থেকে ফেরেন। কতোবার তার নাম জানতে চেয়েছে অনুভব, একবারও তিনি নাম বলেন না। মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। লজ্জায় মায়ের ওড়নায় মুখ লুকায়। মা অবশ্য একদিন বললেন- রাজকন্যা।

এ ভবনের দোতলায় মসজিদ। নামাজের সময় সাধারণত প্রবীণরাই নেমে আসেন। ওদের নিজেদের মধ্যে কথা হয়। রোজা কবে আসছে। এবার তারাবিহ পড়তে পারবেন কিনা। কোন ফ্ল্যাটের কে হজে যাচ্ছেন। সমবয়সী কে পৃথিবী ছাড়লো। রক্তচাপ, রক্তের সুগার, কিডনির সংবাদ পরিবেশন হয় কয়েক মুহূর্তে। এগারতলার প্রায় ৮০ বছরের একজন লিফটে ওঠেই বলবেন- কে আছো বাবা, এগারতে যেতে চাই। কিংবা- বাবা আমাকে মসজিদে পৌঁছে দেবে। অন্য অনেকে থাকলেও অনুভব নির্দেশ মানার জন্য তৈরি থাকে। কোন কোন মাঝরাতে অনুভব লিফটে মাঝরাতে আরোহী।

কতোক্ষণ লিফট উপরের কোন তলায় গিয়ে অপেক্ষায় থাকে, নিচ বা উপর থেকে ডাক আসার অপেক্ষায়। অপেক্ষা অনুভবেরও মধ্যরাতের যাত্রীকে দেখবার। দেখা হয় যায় সারাদিনের ক্লান্তি শেষে ফেরা মানুষগুলোর সঙ্গে। এদের কারো চোখ স্থির, কেউ ঘুমে ডুবতে ডুবতে এসে লিফটে চড়েছেন। অভ্যাসবশত হয়তো নিজের ফ্ল্যাটের পথ খুঁজে নিতে পারছেন। উকিল, ডাক্তার, সাংবাদিক, দালাল, ব্যবসায়ী নানা পেশার পুরুষ-মহিলা। পাশাপাশি দাঁড়িয়েও কতো যোজন দূরত্ব তৈরি করা যায় সেই গণিত এদের জানা। নেশায় ভিজে ফেরেন দু-একজন। কেউ ভরণ। কেউ বয়সী। পাথরের মতো রূপ নিয়ে ওঠেন একজন। তাকে যেন বলডোজার দিয়ে তুলে দেয়া হয়েছে, আবার ক্রেন দিয়ে নামাতে হবে। আসলে তিনি নিজেই গড়িয়ে ওঠে পড়েন, আবার নেমে যান। এক তরুণী আসেন। নিজে বিড় বিড় করে কি যেন বলতে থাকে। নীল পোশাক তার প্রিয় বোঝা যায়। নীল ট্রাউজার বা স্কাটের সঙ্গে নীল টপস থাকবে।

মেয়েটি কি বলে খুব বোঝার চেষ্টা করেছে অনুভব বুঝতে পারে না। প্রায় দিনই লিফটে মেয়েটির সঙ্গে ও একা থাকে। মেয়েটি ওর দিকে তাকিয়ে থেকে কথা বলে যায়। কোন দিন মনে হয় অনুভবকেই কিছু বলছে- আমাকে বলছেন কিছুর? কোন সাড়া নেই। নেমে চলে যায়। একদিন নিজে থেকে অনুভব জিজ্ঞাসা করেছিল-কোথায় কাজ করেন আপনি? কোন উত্তর আসেনি। মেয়েটির শরীর থেকে নেশার নাকি পারফিউমের ঘ্রাণ। এই ভাবনায় অনুভবের দুই-এক রাত ঘুম আসতে দেরি হয়েছিল।

একদিন ভরদুপুরে কি একটা বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে অনুভবের ইচ্ছে হলো লিফটে চড়ে বসতে। মধ্যরাতের মতোই দুপুরবেলা লিফটের নিঃসঙ্গ সময়। আয়েশি ভাবে লিফট ওঠে নামে। বাসিন্দা-অতিথিদের চলাচল কমে যায়। গৃহকর্মীরা এই সময়ে ঘরের আবর্জনা নিয়ে বের হয়। যারা অস্থায়ী তাদের কাজ শেষ করে বিদায় নেবার পালা। খুব কমই ওদের চোখে মুখে ফুর্তি ভাসে। প্রতিদিনই বিরক্তি। কাজের চাপ। যে বাড়িতে কাজ করেন সেই পরিবারের সদস্যদের ব্যবহার, খাবার দেয়ার কৃপণতা। টেলিভিশন দেখতে না দেয়া, মোবাইলে কথা বলতে না দেয়ার অনুযোগ অভিযোগ আর বিরক্তির শেষ নেই। অনুভব ওদের কাছ থেকেই ফ্ল্যাটগুলো অন্দর সংবাদ পায়। কখনও ফ্ল্যাটের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের অবনতি, ব্যবসায় ধস, ছেলে-মেয়েদের ভালো-মন্দ খবর মেলে। সেই ভর দুপুরে নিচে নেমে কিছুক্ষণ অপেক্ষা ওপরে ওঠার মানুষ নেই। কখন যে কার এই ভবনে আসার মর্জি হয়। কেউ এসে পড়ার আগেই লিফট ওপরে উঠতে শুরু করে। গিয়ে থামে তেরতলায়। লিফট থামতেই ওঠে পড়ে একজন। কাজল দেয়া চোখ। কপালে সূর্যমুখি টিপ। পরনে বাসন্তি রঙের শাড়ি। উনি কোন সৌরভ মেখেছিলেন কিনা জানা নেই। তবে



নারীর করতলে বুঁজে দাও বাজি-বাবলা পাতার মতো নকশা হোক আমাদের জীবনের। তিনি নেমে যাওয়ার সময় আরেক দফা হাসি ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন। সেই দুপুরে অনুভব কি লিফট থেকে নেমে যেতে পেরেছিল? রাতেও মনে হয় নেমে যাওয়া হয়নি



পুরো লিফট যে সৌরভে ভরে ওঠেছিল, এমন স্নিগ্ধতার সঙ্গে কখনো অনুভবের দেখা হয়নি। লিফটে উঠেই তিনি অনুভবের চোখে চোখ রাখলেন। দিয়ে রাখলেন মিষ্টি হাসি। যেন কতো দিনের পরিচয়। তার চোখ মুখ থেকে কথা বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে। কথা নয় কবিতার একেকটি পঙ্তি। অনুভবের মনে হয় তিনি বলছেন- চলুন থেমে যাই। কি লাভ চলতে থেকে? কখনও কখনও থেমে যেতে হয়।

পৃথিবীর প্রয়োজনে, নিজেদের জন্যে। কি বলো যুবক থামবে? তোমাকেই কেন দিতে হবে অর্থ। উদার হও। নারীর করতলে বুঁজে দাও বাজি-বাবলা পাতার মতো নকশা হোক আমাদের জীবনের। তিনি নেমে যাওয়ার সময় আরেক দফা হাসি ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন। সেই দুপুরে অনুভব কি লিফট থেকে নেমে যেতে পেরেছিল? রাতেও মনে হয় নেমে যাওয়া হয়নি। কখন কবে নেমেছিল অনুভব জানে না। শুধু অপেক্ষা তিনি কখন ফিরে আসেন। কখন আবার যাত্রী হবেন তেরোতলার। ফটকে দাঁড়িয়ে দূর থেকে সেই সূর্যমুখি টিপের মতো কিছু একটা মনে হয় দেখতে পেয়েছিল। তা দেখেই দৌড়। পিচ্ছিল টাইলসে উল্টে পড়তে পড়তে লিফট ওঠে চলে গেল। লিফটে কি সেই বাসন্তি রঙ শাড়ি ছিল? ৪৩